সমকাল

তারিখ 01 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

বই পড়ে বই পেল শিক্ষার্থীরা

■ সমকাল প্রতিবেদক

বই পড়ে বই পেল শিক্ষার্থীরা। হাজারো কণ্ঠে আরও বই পড়ার প্রত্যয় জানাল তারা। শুক্রবার রমনার বটমূল ছিল কচি শিশুদের কলকাকলিতে মুখর। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা মেতে ছিল বই পাওয়ার আনন্দে। রমনার বটমূলে বসে প্রদীপের মিলনমেলা। হাজারো প্রদীপ আলোকিত করে রমনার প্রাঙ্গণ।

শুক্রবার ছিল বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বইপড়া কর্মসূচি ২০১৪-এর পুরস্কার বিতরণী। সহযোগিতায় ছিল গ্রামীণফোন। ঢাকা মহানগরীর ৭২টি স্কুলের ৫ হাজার ৭০৩ শিক্ষার্থীকে দেওয়া হয়েছে পুরস্কার। সকাল থেকে বিভিন্ন পর্বে পুরস্কার বিতরণীতে দেশের বিশিষ্টজনরা শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেন।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ তার বক্তৃতায় বলেন, পড়া মানে আনন্দ, পড়া মানে বিকাশ। আমরা বই পড়ি আনন্দ পাওয়ার জন্য, নিজেকে বিকশিত করার জন্য। জীবনের বিকাশে বেশি করে বই পড়তে হবে। আমরা সবাই বাঁচতে চাই। সুন্দরভাবে বাঁচতে চাই।

অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, বাংলাদেশ ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে। আর সেই দেশের নেতৃত্ব দেবে তোমরা। শুধু বাংলাদেশেই নয়, তোমরাই আগামীতে ইউরোপ-আমেরিকাসহ সারাবিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, সরকার একদিকে যেমন পাঠ্যবই বিতরণের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মেধা বিকাশে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে, তেমনি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বইপড়া কর্মসূচির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের আলোকিত করার জন্য সৃজনশীল বই বিতরণেও সহযোগিতা করছে।

গ্রামীণফোনের হেড অব করপোরেট কমিউনিকেশন সৈয়দ তাহমিদ আজিজুল হক বলেন, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বইপড়া কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে পেরে গ্রামীণফোন অত্যন্ত আনন্দিত।

তিন পর্বের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- শিল্পী মুত্তাফা মনোয়ার, বিশিষ্ট লেখক ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. রণজিৎ কুমার বিশ্বাস, শিশুসাহিত্যিক ও টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব আলী ইমাম, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, জাদুশিল্পী জুয়েল ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৩

বই পড়ার আনন্দ | মনে হতে পারে বিদ্যালয়ে নতুন ক্লাসের নতুন বই পেয়ে ওরা আত্মহারা! ওদের হাতে 'পাঠ্যপুস্তক' নয়- বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বই। এসব ছাত্রছাত্রী বই পড়া কর্মসূচিতে অংশ নেয়। শুক্রবার ছিল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। এ আয়োজনে সহযোগিতা করে গ্রামীণফোন ● খবর পৃষ্ঠা-৩ ■ সমকাল

বই পড়ে বই পেল

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

আইচ, নাট্যব্যক্তিত্ব খায়রুল আলম সবুজ, বিকাশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কামাল কাদির ও গ্রামীণফোনের সাবেক পরিচালক এবং ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্ট খালিদ হাসান, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা মোবাশ্বের হোসেন, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব খন্দকার মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক আনিসুল হক এবং গ্রামীণফোন লিমিটেডের হেড অব করপোরেট কমিউনিকেশন সৈয়দ তাহমিদ আজিজুল হক। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের পরিচালক শরিফ মো. মাসুদ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ সুমন।